রিসালা নং-১১৩

BIJLI ISTAMAL KRNA K MADANI PHOOL

বিদ্যুৎ ব্যবহারের মাদানী ফুল

- বিদ্যুৎ ব্যবহারের ৮০টি মাদানী ফুল
- ওয়াশিং মেশিন সম্পর্কে ৩টি মাদানী ফুল
- U.P.S অধিক পরিমাণে বিদ্যুৎ খরচ করে
- গ্যাস বাচানোর ৩টি মাদানী ফুল
- ইস্ত্রী মারাত্মক ভাবে বিদ্যুৎ খরচ করে

শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা, হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল

মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دامت برکاتہم العالیہ

বিদ্যুৎ ব্যবহারের মাদানী ফুল

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ শত বৎসরের গুনাহ মাফ হয়ে যাবে।"(কানযুল উম্মাল)

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ؕ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ

কিতাব পাঠ করার দোআ

ধর্মীয় কিতাবাদি বা ইসলামী পাঠ পড়ার শুরুতে নিম্নে প্রদত্ত দোআটি পড়ে নিন اِنْ شَآءَ اللهعَزَّوَجَلَّ যা কিছু পড়বেন, স্বরণে থাকবে। দোআটি হল,

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَانْشُرْ

عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَاالْجَلَالِ وَالْاِكْرَام

অনুবাদ ঃ হে আল্লাহ! আমাদের জন্য জ্ঞান ও হিকমতের দরজা খুলে দিন এবং আমাদের উপর আপনার বিশেষ অনুগ্রহ নাযিল করুন! হে চির মহান ও হে চির মহিমান্বিত!

(আল মুস্তাতারাফ, খন্ড-১ম, পৃ-৪০, দারুল ফিকির, বৈরুত)

(দোআটি পড়ার আগে ও পরে একবার করে দুরূদ শরীফ পাঠ করুন)

কিয়ামতের দিনে আফসোস

ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: কিয়ামতের দিনে ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে বেশী আফসোস করবে, যে দুনিয়াতে জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ পেল কিন্তু জ্ঞান অর্জন করল না এবং ঐ ব্যক্তি আফসোস করবে, যে জ্ঞান অর্জন করল আর অন্যরা তার থেকে শুনে উপকার গ্রহন করল অথচ সে নিজে গ্রহন করল না (অর্থাৎ সে জ্ঞান অনুযায়ী আমল করল না)।

(তারিখে দামেশক লিইবনে আসাকির, খন্ড-৫১, পৃষ্ঠা-১৩৭, দারুল ফিকির বৈরুত)

দৃষ্টি আকর্ষন

কিতাবের মুদ্রনে সমস্যা হোক বা পৃষ্ঠা কম হোক বা বাইন্ডিংয়ে আগে পরে হয়ে যায় তবে মাকতাবাতুল মদীনা থেকে পরিবর্তন করে নিন।

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (তারগীব তারহীব)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

রিসালাটি সম্পর্কে কিছু কথা...

বিদ্যুৎ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের একটি প্রতিনিধি দল সম্প্রতি (বাবুল মদীনা) আন্তর্জাতিক মদানী মারকায ফয়যানে মাদীনায় এসেছিল। তারা **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মারকাযী মজলিসে শূরার নিগরান **হাজী ইমরান** سَلَّمَهُ الْبَارِی এর সাথে সাক্ষাৎ করেন। তারা মাদানী চ্যানেলে বিদ্যুতের অযথা ব্যবহার সহ বিদ্যুৎ চুরির নিন্দা করেন। তারা বিদ্যুৎ ব্যবহারে সকলকে সংযত হওয়ার পরামর্শ সম্বলিত দুই কপি হ্যান্ডবিল দিয়ে যান। নিগরানে শুরা সগে মদীনা (عُفِیَ عَنْهُ) কে হ্যান্ডবিল দুইটি দিয়ে কিছু লিখার জন্য অনুরোধ করেন। আমি কিছু পরামর্শ লিখে সেই হ্যান্ডবিল **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মজলিশ **'আল মদীনাতুল ইলমিয়াহ'**র বরাবরে পাঠিয়ে দিই। এটার উপর কিছু তথ্য তৈরি করে তারা আমার নিকট পুনরায় পাঠিয়ে দেন। সগে মদীনা (عُفِیَ عَنْهُ) তা প্রণয়নে নিজের অংশটি সংযুক্ত করি। এরপর তা উক্ত প্রতিষ্ঠানে পুনঃ বিবেচনার জন্য পাঠিয়ে দিই। তাছাড়া মজলিসে শূরার নিগরানও তা **'আল মদীনাতুল ইলমিয়াহ'**র মাধ্যমে পুনঃ বিবেচনা করিয়ে নেন। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র **“মজলিশে ইফতা”** কর্তৃক শরীয়াত ভিত্তিক এর সংশোধনও করা হয়। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ! ঠিক এভাবেই **“বিদ্যুৎ ব্যবহারের মাদানী ফুল”** নামক এই রিসালাটি সর্ব সাধারণের উদ্দেশ্যে প্রকাশ করা হয়। রিসালার প্রযুক্তিগত **(TECHNICAL)** তথ্যগুলোর প্রায় বেশির ভাগই ওই দুইটি হ্যান্ডবিল থেকেই নেওয়া হয়েছে।

এই রিসালাটিকে **আল্লাহ তাআলা** আশেকানে রসুলদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ ও বরকতের উপলক্ষ্য হিসাবে কবুল করুন। রিসালাটি প্রণয়নে যে সকল ব্যক্তিবর্গ বিশেষ ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, যারা এটি পাঠ করবেন এবং বিদ্যুৎ ব্যবহারে যারা সংযমী হবেন, তাদের প্রত্যেকের সকল গুনাহ্ ক্ষমা করে দিন। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়ালা)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিদ্যুৎ ব্যবহারের মাদানী ফুল

এই রিসালাটি শয়তান হয়ত আপনাকে পড়তে দেবে না। কিন্তু প্রচেষ্টার মাধ্যমে আপনি সম্পূর্ণ রিসালাটি পাঠ করে শয়তানের আক্রমণকে প্রতিহত করুন।

দরূদ শরীফের ফযীলত

প্রিয় রাসুল, রাসুলে মাকবুল, মা আমেনার বাগানের সুগন্ধিময় ফুল, নবী করীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতদিন পর্যন্ত আমার নাম তাতে লিখিত অবস্থায় অবশিষ্ট থাকবে, তার জন্য ফেরেশতারা মাগফিরাতের দোআ করতে থাকবে। [আল মুজামুল আওসাত, ১ম খন্ড, ৪৯৭ পৃষ্ঠা, হাদিস: ১৮৩৯]

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

আল্লাহর অলীর আমন্ত্রণের কাহিনী

কোন এক ধনবান ব্যক্তি একদা হযরত সায়্যিদুনা হাতেম আসাম رَحْمَةُاللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কে দাওয়াত দিল এবং আমন্ত্রণে যাওয়ার জন্য খুব জোর করল। তিনি বললেন: তুমি যদি আমার এ তিনটি শর্ত মেনে নাও, তাহলে আসব। ১. আমার যেখানে ইচ্ছা বসব। ২. আমার যা ইচ্ছা খাব। ৩. আমি যা বলব, তোমাদের তা করতে হবে। ধনবান লোকটি এই তিনটি শর্ত মেনে নিল। **আল্লাহ**র অলীর সাক্ষাতের জন্য অসংখ্য লোকজন জমা হল। নির্দিষ্ট সময়ে হযরত সায়্যিদুনা হাতেম আসাম رَحْمَةُاللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এসে পৌঁছলেন। লোকজন যেখানে তাদের জুতো রেখেছিল তিনি এসেই সেখানে বসে গেলেন। খাওয়া-দাওয়া যখন শুরু হল, হযরত সায়্যিদুনা হাতেম আসাম رَحْمَةُاللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ আপন থলের ভিতর থেকে একটি শুকনো রুটি বের করে তা খেয়ে নিলেন। খাওয়া-দাওয়া যখন শেষ হয়ে গেল, তিনি মেজবানকে উদ্দেশ্য করে বললেন: একটি চুলা নিয়ে আস আর তাতে একটি তাবা রাখ। যেই হুকুম সেই কাজ। আগুনের তাপে যখন তাবাটি কয়লার মত লাল হয়ে গেল, তিনি رَحْمَةُاللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তখন সেই তাবাটির উপর খালি পায়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। আর বললেন: আজকের খাবারে আমি শুকনো রুটি খেয়েছি। এই কথা বলে তিনি رَحْمَةُاللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তাবা থেকে নেমে গেলেন। এরপর উপস্থিত সকলকে উদ্দেশ্য করে বললেন: আপনারা প্রত্যেকেও এক এক করে এই তাবায় দাঁড়িয়ে আজকের দাওয়াতে যা যা খেয়েছেন তার হিসাব দিয়ে যান। এ কথা শুনে লোকদের মুখে চিৎকার শুরু হল। সকলে সমস্বরে বলল: হুজুর! এই ক্ষমতা তো আমাদের কারো নেই। (কোথায় গরম তাবা আর কোথায় আমাদের নরম পা। আমরা সবাই তো এমনিতেই গুনাহ্গার দুনিয়াবাজ লোক)।

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।" (তাবারানী)

তিনি رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বললেন: যেক্ষেত্রে আপনারা দুনিয়ার এই গরম তাবায় দাঁড়িয়ে আজকের মাত্র এক বেলা খাবারের মত নেয়ামতের হিসাব দিতে অপারগ রয়ে গেলেন, সেক্ষেত্রে কাল কিয়ামতের দিন এত দীর্ঘ জীবনের সকল নেয়ামতের হিসাবগুলো কীভাবে দিবেন? অতঃপর তিনি সূরা তাকাসুরের শেষের আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন:

ثُمَّ لَتُسۡـَٔلُنَّ یَوۡمَئِذٍ عَنِ النَّعِیۡمِ ﴿۸﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: অতঃপর অবশ্যই সেদিন তোমাদের সবাইকে নেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।

মর্মস্পর্শী এই বক্তব্য শুনে উপস্থিত সবাই অঝোর নয়নে কান্না আরম্ভ করে দিলেন এবং গুনাহ থেকে তাওবা তাওবা বলতে লাগলেন। [তাজকিরাতুল আউলিয়া, ১ম অংশ, ২২২ পৃষ্ঠা] **আল্লাহ তাআলা** রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক, তাঁর সদকায় আমাদের সমস্ত গুনাহও ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রত্যেক নেয়ামতের হিসাব নেওয়া হবে

প্রসিদ্ধ মুফাসসির হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ উক্ত কাহিনীটিতে উল্লেখিত পবিত্র আয়াত শরীফটির ثُمَّ لَتُسۡـَٔلُنَّ یَوۡمَئِذٍ عَنِ النَّعِیۡمِ ﴿۸﴾ টীকায় এও বলেছেন: এই জিজ্ঞাসাবাদ যে কোন নেয়ামত নিয়েই হবে। চাই সেই নেয়ামত শারীরিক হোক কিংবা আত্মিক, প্রয়োজনের হোক কিংবা বিলাসিতার। এমনকি ঠান্ডা পানি আর গাছের ছায়ায় আরামদায়ক ঘুমেরও হিসাব দিতে হবে। [নূরুল ইরফান, ৯৫৬ পৃষ্ঠা]

বিদ্যুৎও একটি নেয়ামত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ তাআলার দেওয়া অসংখ্য নেয়ামত সমূহের মধ্য থেকে বিদ্যুৎও একটি নেয়ামত। কেননা, এর মাধ্যমে আমাদের অনেক ধরনের দ্বীনি ও দুনিয়াবী উপকার সাধিত হয়। তাই এটি সম্পর্কেও জিজ্ঞাসা করা হবে। হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবু হামেদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেছেন: কিয়ামতের দিন তোমাদের নিকট নিচের প্রশ্নগুলো করা হবে: (১) এই জিনিসটি তুমি কিভাবে অর্জন করেছ? (২) তা তুমি কী কাজে ব্যয় করেছ? এবং (৩) কোন্ নিয়্যতে ব্যয় করেছ? [মিনহাজুল আবেদীন, ৯১ পৃষ্ঠা]

অযথা বিদ্যুৎ খরচ করবেন না

পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে অপব্যয় করা থেকে বারণ করা হয়েছে। যেমন: **আল্লাহ তাআলার** ইরশাদ হচ্ছে:

وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا ﴿۲۶﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: তোমরা অপব্যয় করিও না। (পারা ১৫, সূরা বনি-ইসরাঈল)

এই পবিত্র আয়াতের প্রেক্ষিতে আমাদের উচিত, বিদ্যুতের অপব্যবহার না করা।

দুঃখের বিষয়! ঘরে কি দোকানে, কারখানায় কি দাওয়াখানায়, মসজিদে কি খান্কায়, মাদরাসায় কি মকতবে, দিনে কি রাতে প্রায় সর্বত্রই অযথা অনেক বাল্ব জ্বালিয়ে রাখা হয়, আর বৈদ্যুতিক পাখার সুইচ অন্ (চালু) রাখা হয়। বাসার খালি রুমেও বেপরোয়া ভাবে বাতি ও পাখা চলতে থাকে। টয়লেটে **(Toilets)** কেউ নেই, অথচ অপ্রয়োজনে বাতি দিন-রাত জ্বলতে থাকে। অবশ্য যেখানে লোকজনের যাতায়াত বেশি সেখানে সারা রাতের জন্য বাল্ব জ্বালিয়ে রাখা যেতে পারে।

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

চনা, আলু, সমুচা, সিঙ্গাড়া, জিলাপি, দধি ইত্যাদি খাদ্যদ্রব্য ও পানীয় বিক্রেতারা কাষ্টমার আকর্ষণের জন্য শো কেসের উপর গুটি কতেক বাল্ব জ্বালিয়ে রাখা জায়েয। এসব ক্ষেত্রে সেটির আসল উদ্দেশ্য বিদ্যমান আছে। কিন্তু যেহেতু বিদ্যুৎ একটি মূল্যবান ও প্রয়োজনীয় বস্তু এবং যেহেতু অনেক রাষ্ট্র বিদ্যুৎ জনিত স্বল্পতার প্রধান সমস্যায় জর্জরিত, বিশেষ আমাদের দেশ পাকিস্তানেই, সেহেতু বিশেষ করে এসব রাষ্ট্রের বরাত দিয়ে বলতে চাই, যেখানে দোকান, হোটেল ইত্যাদিতে বাড়তি বাল্ব জ্বালাবার অনুমতিও রয়েছে, সেখানেও কিছু কিছু বিষয়ে শরীয়াতের, আইনের ও ব্যবহারবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখবেন। **প্রথমত:** বিদ্যুৎ চুরি করে ব্যবহার করবেন না? **দ্বিতীয়ত:** আইনগত ভাবে সেটির অনুমোদন নিবেন। **তৃতীয়ত:** অনুমোদন সাপেক্ষেও প্রয়োজন মত বিদ্যুৎ ব্যবহার করবেন। কেবল ডেকোরেশনের (সাজ-সজ্জার) উদ্দেশ্যে ব্যবহার করবেন না। ডেকোরেশনের জন্য হলে, সেই বিশেষ পন্থাই বেছে নিবেন যাতে বিদ্যুতের ব্যবহার হয়ই না। তা হলেই আমাদের দেশে বিদ্যুতের যে অবস্থা তার কিছু উন্নতি হতে পারে।

অপব্যয়কারীদের আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেন না

মনে রাখবেন! অপব্যয়কারীদের **আল্লাহ তাআলা** পছন্দ করেন না। যথা: ৮ম পারার সূরা আনআমের ১৪১ নম্বর আয়াতে **আল্লাহ তাআলা** ইরশাদ করছেন:

وَلَا تُسْرِفُوْا ؕ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿۱۴۱﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: তোমরা অপব্যয় করিও না। কেননা, তিনি **(আল্লাহ)** অপব্যয়কারীদের পছন্দ করেন না।

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

অপব্যয়ের বিশ্লেষণ

প্রসিদ্ধ মুফাসসির হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحۡمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ উক্ত পবিত্র আয়াতের টীকায় অপব্যয় সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন: অবৈধ খাতে খরচ করাও অপব্যয়। সমস্ত ধন-সম্পদ দান করে দিয়ে সন্তান-সন্ততিদের ফকীর বানিয়ে ফেলাও অপব্যয়। প্রয়োজনের অতিরিক্ত খরচও অপব্যয়। তাই অযুর অঙ্গগুলো (শরীয়াত সম্মত কোন কারণ ছাড়া) চার বার ধৌত করা নিষেধ করে দেওয়া হয়েছে।

[নূরুল ইরফান, ২৩২ পৃষ্ঠা]

অপব্যয় কাকে বলে?

ফতোওয়ায়ে রযবীয়ার **১ম** খন্ডের **৯২৬** পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে: অপব্যয়ের অর্থ হচ্ছে: না-হক বা অর্থহীন ব্যয়। অন্যত্র আরো উল্লেখ রয়েছে: যে অপব্যয় না-জায়েয ও গুনাহ, তার দুইটি ধরণ রয়েছে। যথা, কোন গুনাহের কাজে ব্যয় করা। আরেকটি হচ্ছে কেবল অযথা সম্পদ ব্যয় করা। [ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৪র্থ খন্ড, ৭৪৩ পৃষ্ঠা] **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত অনুদিত পবিত্র কুরআন কানযুল ঈমান মাআ খাযায়িনুল ইরফানের ৫ম পৃষ্ঠায় সূরা বাকারার ৩য় আয়াতের টীকায় সদরুল আফাজিল হযরত আল্লামা মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحۡمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ লিখেছেন: খরচের ক্ষেত্রে অপব্যয় করা নিষিদ্ধ। অর্থাৎ অযথা ও অনর্থক খরচ যদি নিজের জন্যও হয় কিংবা পরিবার-পরিজনের জন্য বা অন্য কারো জন্য। খরচের ক্ষেত্রে সর্বদা মধ্যপন্থা অবলম্বন করাই উচিত। কোন মতেই যেন অপব্যয় না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِيۡب! صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" (জামে সগীর)

বিদ্যুৎ ব্যবহার কালে অবস্থা ও পরিবেশ অনুযায়ী ভাল ভাল নিয়্যত করে নিবেন

যে কোন মুবাহ কাজ (যাতে গুনাহও নেই, সাওয়াবও নেই) ভাল কোন নিয়্যত নিয়ে করে থাকলে তা ইবাদতে পরিণত হয়ে যায়। বিদ্যুৎ ব্যবহার কালে ভাল ভাল নিয়্যত করে নেওয়াই উচিত। যেমন: ফ্রিজ, ওয়াশিং মেশিন, পাখা, এ.সি., বাতি ইত্যাদি অন্-অফ করার সময় প্রতি বার সাওয়াবের নিয়্যতে بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পাঠ করা, প্রয়োজন শেষে অপব্যয় থেকে বাঁচার নিয়্যতে بِسْمِ الله বলে অপব্যয় থেকে বাঁচার নিয়্যতে সাথে সাথে বন্ধ **(OFF)** করে দেয়া, নামায পড়ার সময় একান্তভাবে আদায় করার নিয়্যতে পাখা বা এ.সি. অন্ করে দেওয়া ইত্যাদি। তাছাড়া এসব কিছু ঘুমাবার সময় চালিয়ে রাখার ক্ষেত্রেও এসব নিয়্যত করা যেতে পারে। শান্তিপূর্ণ ও সুন্দর ভাবে ঘুমানের মাধ্যমে ইবাদতে শক্তি অর্জনের উদ্দেশ্যে بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ বলে পাখা বা (এ.সি.) চালাব এবং প্রয়োজন শেষে অপব্যয় থেকে বাঁচার নিয়্যতে بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ বলে সুইচ অফ করে দিব। ঘরে অন্য কেউ কিংবা মেহমান ইত্যাদি থাকলে পাখা ইত্যাদি চালিয়ে রাখাতে তাদের মনোতুষ্টির নিয়্যতও করা যেতে পারে। অনুরূপ ফ্রিজে খাদ্য ইত্যাদি রাখার সময় অবস্থা ও পরিবেশ অনুযায়ী ভাল ভাল নিয়্যতসমূহ করা যেতে পারে। যেমন: ফ্রিজে মাংস বা অবশিষ্ট খাবার রাখার সময় এভাবে নিয়্যত করবেন: এগুলো নষ্ট হয়ে না যাওয়ার জন্য এখানে রাখছি। ওয়াশিং মেশিন ব্যবহারের সময় পরিবেশ অনুযায়ী এই ধরনের নিয়্যত হতে পারে: পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সুন্নাত, সেই সুন্নাতের কাজে সহযোগিতা লাভের জন্য আমি ওয়াশিং মেশিনটি অন্ করছি।

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।" (কানযুল উম্মাল)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মুসলমানদের উপকার সাধন করার ফযীলত

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৭৪৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"জান্নাত মেঁ লে জানে ওয়ালে আমাল"** কিতাবের ৫৩৪ ও ৫৩৫ পৃষ্ঠা থেকে দুইটি হাদীস শরীফ লক্ষ্য করুন।

(১) সেই ব্যক্তিকে **আল্লাহ তাআলা** অধিক পছন্দ করেন, যে ব্যক্তি লোকজনের অধিক উপকার সাধন করে। আর **আল্লাহ**র নিকট সবচেয়ে বড় পছন্দনীয় আমল সেই আনন্দ ও প্রফুল্লভাব, যা কোন মুসলমানের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়। চাই তা তার মনের দুঃখ দূর করবে, না হয় তার ঋণ পরিশোধ করে দেওয়া হবে, নতুবা তার ক্ষুধা নিবারণ করিয়ে দেবে। আর নিজের কোন ভাইয়ের প্রয়োজনে এগিয়ে আসা আমার নিকট আমার এই মসজিদে এক মাসের ইতিকাফ থাকার চাইতেও অধিক পছন্দনীয়। যে ব্যক্তি প্রতিশোধ নেওয়ার ক্ষমতা রাখা সত্ত্বেও নিজের রাগকে প্রশমিত করে নেয়, কিয়ামতের দিন **আল্লাহ তাআলা** তার হৃদয়কে তাঁর সন্তুষ্টি দিয়ে পরিপূর্ণ করে দিবেন। যে ব্যক্তি আপন ভাইয়ের কোন সমস্যা সমাধান হওয়া পর্যন্ত তাকে সহায়তা করে যায়, কিয়ামতের দিন **আল্লাহ তাআলা** তার পদক্ষেপ অটল করে দিবেন, যেদিন সবার পদক্ষেপ নড়তে থাকবে।

[আত তারগীবু ওয়াত তারহীব, ৩য় খন্ড, ২৬৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২২]

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ শত বৎসরের গুনাহ মাফ হয়ে যাবে।" (কানযুল উম্মাল)

(২) আনন্দের ফেরেশতা

যে ব্যক্তি কোন মুমিনের মনের মাঝে আনন্দ ও প্রফুল্লতা প্রবেশ করিয়ে দেয়, সেই আনন্দ ও প্রফুল্লতা থেকে **আল্লাহ তাআলা** এমন একটি ফেরেশতা সৃষ্টি করেন, যে ফেরেশতা **আল্লাহর** ইবাদত-বন্দেগী ও তাওহীদে মশগুল থাকে। বান্দাটি যখন কবরে চলে যায়, তখন সেই ফেরেশতাটি তার পাশে এসে জিজ্ঞাসা করে, আপনি কি আমাকে চিনেন না? সে তখন বলে, তুমি কে? সেই ফেরেশতাটি তখন বলে, আমি হলাম সেই আনন্দ ও প্রফুল্লতা, যা আপনি অমুকের মনের ভেতর প্রবেশ করিয়ে দিয়েছিলেন। আজ আমি আপনার এই বিপদসঙ্কুল পরিস্থিতিতে সহযোগিতা করে যাব। আমি আপনাকে প্রশ্নের জবাব দেওয়াতে সহযোগিতা করতে থাকব, আর কিয়ামতের দিন আমি আপনার প্রতিপালকের নিকট আপনার জন্য সুপারিশ করব। আমি আপনাকে জান্নাতে আপনার ঠিকানা দেখিয়ে দিব।

[আত তারগীবু ওয়াত তারহীব, ৩য় খন্ড, ২৬৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৩]

বিদ্যুৎ ব্যবহারের ৮০টি মাদানী ফুল

মুসলমানদের কল্যাণ কামনায় এবং উপকার সাধনের নিয়্যতে বিদ্যুৎ ব্যবহারের ৮০টি মাদানী ফুল পেশ করছি। নিজেকে অপব্যয় ও সম্পদ নষ্ট করা থেকে বাঁচাবার জন্য ভাল ভাল নিয়্যত নিয়ে পাঠ করতঃ এগুলো মেনে চলুন। তাহলে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ আখিরাতের অসংখ্য কল্যাণ লাভ করতে পারবেন। আর বিদ্যুৎ বাঁচানোর মাধ্যমে আপনার বিদ্যুৎ বিলও **(BILL)** কম আসবে।

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ তা'আলা তোমার উপর রহমত প্রেরণ করবেন।" (ইবনে আ'দী)

আলোর সরঞ্জাম-এর ২৮টি মাদানী ফুল

বিদ্যুৎ কম খরচে এনার্জি সেভার বাল্ব

❖ আলোর জন্য কম বিদ্যুৎ ব্যয় করে এমনসব সরঞ্জামই ব্যবহার করবেন। ১০০ ওয়াট বাল্বের স্থলে ২০ ওয়াটের এনার্জি সেভার **(Energy Saver)** বাল্ব ৮০% বিদ্যুৎ সাশ্রয় করতে পারে। বরং যদি **LED** লাইট ব্যবহার করা হয়ে থাকে, তাহলে তা বিদ্যুৎ আরও কম খরচ করবে।

❖

বৈদ্যুতিক বাতি	সংখ্যা	ওয়াট	ব্যবহৃত ইউনিট	সাশ্রয়
বাল্ব	৪	৪০০	৪২	-
টিউব লাইট	৪	১৬০	১৮	৫৭%
এনার্জি সেভার	৪	৮০	৯	৮০%

❖ এনার্জি সেভার নিতে হবে ভাল কোম্পানীর। যাতে করে টিউব লাইটের মত দৃষ্টির পক্ষে শীতল হয়। এমন বাল্ব নিবেন না যা চোখ টানে এবং দৃষ্টির পক্ষে ক্ষতিকর।

❖ বিদ্যুতের জন্য সর্বদা উন্নতমানের ক্যাবল দিয়ে ওয়েরিং করাবেন।

❖ দরজা-জানালা, দেওয়াল ও ছাদ ইত্যাদিতে হালকা ধরনের রঙ ব্যবহার করবেন। যেমন: সাদা বা অফ হোয়াইট **(off white)**। হালকা রং করানো রুম কম ওয়াটের বাল্বেও উজ্জ্বল দেখায়।

❖ আপনার সকল কাজকর্ম দিনের আলোতেই সেরে নিবেন। দিনের কাজগুলো রাতে করতে গেলে বাতি জ্বালাতে হবে, তাতে অযথা বিদ্যুৎ খরচ হবে।

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হল এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ল না, সে জুলুম করল।" (আব্দুর রাজ্জাক)

❖ দিনের বেলায় দরজা-জানালায় পর্দা থাকলে তা সরিয়ে দিবেন। আর পর্দাহীনতার আশঙ্কা না থাকলে এবং আপনার দৃষ্টিও বাইরের কোথাও অবাঞ্ছিত জায়গায় না পড়ে থাকলে, দরজা-জানালাও খুলে দিন। এতে করে স্বাস্থ্যকর উন্মুক্ত বাতাসের পাশাপাশি জীবানুনাশক আলোও পাবেন বরং স্বাস্থ্যকর রোদও পাবেন, আর বাতি ছাড়াও কাজ চলবে।

❖ বাল্ব বা টিউব লাইট দেওয়ালে না লাগিয়ে বরং সোজাসোজি ভাবে চোখে আলো না পড়ে মত ছাদের সাথেই লাগাবেন। যতই নিচের দিকে করে লাগাবেন ততই আলো বেশি পাবেন।

❖ প্রতিটি রুমে কেবল প্রয়োজনীয় সংখ্যক বাল্বই জ্বালাবেন। একটি দিয়ে কাজ চললে দ্বিতীয়টি জ্বালাবেন না।

❖ আজকাল সৌন্দর্য বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন বাল্ব, টিউব লাইট ও গ্রীল লাইট **(Grill Light)** ব্যবহৃত হচ্ছে। এগুলো পরিহার করা উচিত। কেননা, এগুলোর কারণে একদিকে যেমন বিদ্যুৎ বেশি খরচ হয়, অপর দিকে আলোও কম পাওয়া যায়।

❖ শপিং মলগুলোতে বৈদ্যুতিক ঝলক বাতি যত পারা যায় কমই জ্বালাবেন।

❖ কারখানাগুলোতেও এমনসব মেশিনারীজ ব্যবহার করবেন, যেগুলোতে বিদ্যুৎ কম খরচ হয়।

❖ কোন কক্ষে কী পরিমাণে বিদ্যুৎ লাগবে সেটি নির্ণিত হবে কক্ষটির বড় ছোট অবস্থা এবং সেখানে কী পরিমাণ লোক রয়েছে সেটি নিয়ে। ব্যাপারটি ইলেক্ট্রিশিয়ানের উপর ছেড়ে না দিয়ে বরং আপনি নিজেই ভালভাবে চিন্তা করবেন যে, কোথায় কী পরিমাণ আলোর প্রয়োজন, সেভাবেই আপনি ব্যবস্থা নিবেন।

❖ যেখানে বেশি আলোর প্রয়োজন সেখানে কয়েকটি বাল্ব না জ্বালিয়ে বরং বড় একটি বাল্ব জ্বালানোই সাশ্রয়ী। তবে পাশে একটি ছোট বাল্বও লাগিয়ে রাখা ভাল। এতে করে বেশি আলোর দরকার না হলে, সেই ছোট বাল্বটি কাজে লাগানো যাবে।

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ল না।" (হাকিম)

❖ কেবল যেখানে আপনি লেখাপড়া বা অধ্যয়নের কাজে নিয়োজিত থাকবেন, সেখানেই আলো জ্বালাবেন।

❖ আলো বাড়ানোর জন্য মাসে অন্ততঃ এক বার হলেও বাল্ব ও টিউব লাইটগুলো পরিষ্কার করে নেওয়া উচিত।

❖ রুম থেকে বাইরে কোথাও যাওয়ার সময় বাল্ব ও পাখার সুইচগুলো এক বার দেখে নিন। সেগুলো অফ **(off)** করতে ভুলবেন না।

❖ পরিবারের সকলকে বিশেষ করে মাদানী মুন্না ও মাদানী মুন্নীদের, প্রশিক্ষণ দিবেন, তারা যেন বিনাপ্রয়োজনে লাইট বা ফ্যানের সুইচ অন্ না রাখে। প্রয়োজন শেষে যেন শীঘ্রই অফ করে দেয়। এই শিক্ষাটি দোকান, অফিস, কারখানা ইত্যাদিতেও দিবেন।

❖ টয়লেটের **(Toilets)** বাতিগুলো সাধারণত: সব সময় জ্বলতে থাকে। প্রত্যেকেরই উচিত ব্যবহার শেষেই বাতিগুলো নিভিয়ে দেয়া।

❖ কোন কোন ইসলামী ভাই সন্ধ্যা হবার আগে আগেই লাইটগুলো জ্বালিয়ে দিয়ে থাকেন। অন্ধকার ঘনিয়ে এলেই কেবল প্রয়োজনে বাতিগুলোই জ্বালাবেন।

❖ বিশেষ প্রয়োজন না থাকলে ঘুমিয়ে পড়ার পূর্বেই বাতিগুলো নিভিয়ে দিবেন অথবা প্রয়োজনে জিরো ওয়াটের বাল্ব জ্বালিয়ে দিবেন। তাছাড়া ঘরের সব কটি অপ্রয়োজনীয় লাইটের সুইচ অফ করতে ভুলবেন না।

ঘর সারা রাত অন্ধকার রাখা

❖ সারা রাতব্যাপী ঘরকে অন্ধকার করে রাখা গৃহবাসীদের জন্য বিশেষ করে শিশুদের জন্য ভয়ের কারণ। এতে চোরেরা সুযোগ নিতে পারে। তাছাড়া বিভিন্ন ধরনের কীট-পতঙ্গ, ইঁদুর, তেলাপোকা ইত্যাদির উৎপাত বাড়তে পারে। বিভিন্ন ধরনের উৎপাতকারী প্রাণী আলোতে কমই বের হয়ে থাকে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে রাখা পাকা দালানগুলোতে কীট-পতঙ্গ কম থাকে। মোটকথা, ঘরে মানুষ থাকলে আলোর প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই রয়েছে।

❖ মাগরিবের সময় যতক্ষণ পর্যন্ত যথেষ্ট আলো বিদ্যমান থাকে, অনেক লোক সেই সময়টাতেই ঘরের প্রায় সব ক'টি লাইটই জ্বালিয়ে দিয়ে থাকে। এরূপ তাড়াহুড়া করবেন না। কেবল প্রয়োজন মতই লাইট জ্বালাবেন।

❖ কোন কোন ভদ্র লোক সাধারণ মানুষের চলাফেরার সুবিধার জন্য ঘরের বাইরে সারা রাত বাতি জ্বালিয়ে রাখেন। এটি সাওয়াবের কাজ। কিন্তু সকালের আলো ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথেই সেগুলো অফ করে দিবেন।

❖ দালানের করিডোরে কিংবা গ্যারেজে কখনো বিনা প্রয়োজনে বাতি জ্বালিয়ে রাখবেন না।

❖ তেমন আনা-গোনা না থাকলেও কোন কোন দালানে সিঁড়ির লাইটগুলো জ্বালানো অবস্থায় থাকতে দেখা যায়। এর প্রতিবিধান স্বরূপ ডাবল সুইচের ব্যবস্থা রাখা দরকার। অর্থাৎ একটি বাটন থাকবে সিঁড়ির নিচের দিকে, আরেকটি থাকবে উপরের দিকে। এভাবে যে, উভয় দিক থেকেই বাতিটি নিভানো ও জ্বালানো যায়।

মসজিদে বাতি ও পাখা ব্যবহারের গুরুত্বপূর্ণ মাস্আলা

❖ বিনা প্রয়োজনে মসজিদেও বাল্ব জ্বালিয়ে রাখবেন না। আর প্রয়োজন শেষ হতেই নিভিয়ে দিবেন। এই ব্যাপারে মসজিদের খাদেমদের বিশেষ ভাবে সতর্ক থাকা উচিত। কেননা, মসজিদের বিদ্যুৎ বিল দেওয়া হয় জনসাধারণের দেওয়া চাঁদা থেকেই। এর হিসাব-নিকাশ বড়ই কঠিন। কতগুলো মসজিদে আজানের সময় হওয়ার সাথে সাথেই সব লাইট-ফ্যান চালু করে দেওয়া হয়। অথচ এসব বাতির আলোরও কারো প্রয়োজন হয় না, পাখাগুলোর বাতাস নেওয়ারও কেউ থাকে না, কারণ মুসল্লিরা সাধারণত: জামাত আরম্ভ হওয়ার ঠিক কয়েক মিনিট আগে আগেই এসে থাকেন। খাদেমদের প্রতি আমার আবেদন, মসজিদে আসা মুসল্লিদের দিকে চেয়ে কেবল প্রয়োজন মত লাইট-ফ্যানগুলো অন করবেন।

যেই মুসল্লিরা চলে যেতে থাকবেন, লাইট-ফ্যানও অফ করে দিবেন। রাতের বেলায় কেবল সেখানকার নিয়ম অনুযায়ী বাতি রাখবেন। আমার আক্বা আ'লা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত মুজাদ্দিদে মিল্লাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه ফতোওয়ায়ে রযবীয়ার ৯ম খন্ডের ৫০৪ পৃষ্ঠায় লিখেছেন: মসজিদে আলোর ব্যবস্থা ইট-বালির তৈরি দালানের জন্য করা হয় না, বরং তা করা হয় মুসল্লিদের জন্যই। এমনকি নামাযেও মূল লক্ষ্য ফরজ নামাযই। অর্থাৎ মূলত: মসজিদ নির্মাণ করা হয় সেই ফরজের উদ্দেশ্যেই। তাই যেখানে তাহাজ্জুদ ইত্যাদি নফল নামায পড়ুয়া লোক, যিক্‌রকারী লোকজন সারা রাত মসজিদে অবস্থান করেন, কিংবা সারা রাত ধরে মসজিদমুখী মুসল্লিদের আনাগোনা থাকে, সে কারণে সেখানে সারা রাত ব্যাপী বাতি জ্বালিয়ে রাখার নিয়ম হয়ে যায়। নতুবা ওয়াক্‌ফকারী যদি এভাবে বাতি জ্বালিয়ে রাখার অছিয়ত করে থাকেন, এমন মসজিদ ব্যতীত অন্যান্য সকল মসজিদে বাতি নিভিয়ে দেওয়ার নির্দেশ রয়েছে। যতটি লাইটই জ্বলবে সবই অপব্যয়। [ফতোওয়ায়ে রযবীয়া। ৯ম খন্ড, ৫০৪ পৃষ্ঠা]

মুসল্লি না থাকা অবস্থায় মসজিদে অযথা বাতি জ্বালানোর নিষেধাজ্ঞা সম্বলিত ফতোয়া

ফতোওয়ায়ে রযবীয়ার ২৩ খন্ডের ৩৭৪ ও ৩৭৫ পৃষ্ঠা থেকে একটি প্রশ্নোত্তর লক্ষ্য করুন।

প্রশ্ন: যায়েদ ভোর পাঁচটার পরে সৌন্দর্য্য ও আলোকসজ্জার জন্য মসজিদে চেরাগ জ্বালিয়ে দিল। তিলাওয়াত কিংবা দ্বীনি কিতাব অধ্যয়ন করা তার উদ্দেশ্য ছিল না। অথচ সেই সময়ে আলোর কোন প্রয়োজন বলতেই হয় না। কেননা, মুসল্লি এসে থাকেন পৌনে ছয়টা বাজে। জামাত শুরু হয় ছয়টার পরে। আর মসজিদে আলো ছড়িয়ে পড়ে সুবহে সাদিকের সময়।

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তবে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো ইন্‌শাআল্লাহ! স্মরণে এসে যাবে।" (সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)

তাছাড়া সরকারি লাইটগুলোর আলো এই তিনটি সময়েই যথেষ্ট পরিমাণে মসজিদের আঙ্গিনায় এসে পড়ে। মসজিদটির প্রবীন পরিচালক আমর যিনি নিজের পক্ষ থেকে এক কোটি টাকা ব্যয়ে মসজিদের বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কর্মকান্ড ছাড়াও অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ করে যাচ্ছেন বরং বর্তমানেও মেরামতের কাজ করানো হচ্ছে, যায়েদকে এ সময়ে নিষ্প্রয়োজনে চেরাগ জ্বালাতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন: মসজিদের সম্পদ অপব্যয় করা যায় না। কিন্তু তার কথা যায়েদ মানছে না। এমতাবস্থায় চেরাগ জ্বালানো যাবে কি না?

উত্তর: যেহেতু সেই সময়ে মসজিদে কোন লোকই আসে না, তাই চেরাগ জ্বালানো বৃথা এবং নিষেধ। বিশেষ করে যেহেতু গলিতে সরকারি লাইটগুলো জ্বালানো থাকে। **আল্লাহ তাআলাই** ভাল জানেন।

জশ্‌নে বিলাদতের সময় বাতি জ্বালানো

বড় রাতগুলোতে এবং জশ্‌নে বিলাদতের সময় ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে বাতি জ্বালানো জায়েয এবং সাওয়াবের কাজ। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৫৬১ পৃষ্ঠা সম্বলিত **'মালফুযাতে আলা হযরত'** কিতাবের ১৭৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে, **আরজ:** মীলাদ শরীফে ঝলক লাইট, ফানুস ইত্যাদি দ্বারা আলোকসজ্জা ও সৌন্দর্য্য বর্ধন করা অপব্যয়ের পর্যায়ভূক্ত হবে কি না? **ইরশাদ:** ওলামায়ে কেরামগণ বলেছেন:

لَا خَيْرَ فِى الْاِسْرَافِ وَ لَا اِسْرَافَ فِى الْخَيْرِ

অর্থাৎ 'অপব্যয়ে কোন কল্যাণ নেই। পক্ষান্তরে কল্যাণমূলক কাজে কোন অপব্যয় নেই।' যা দ্বারা জিকিরের সম্মান প্রদর্শন উদ্দেশ্য নিহিত থাকবে, তা কখনো নিষেধ হতে পারে না।

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করব।" (আল কওলুল বদী)

এক হাজার বাতি

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ **'ইহ্ইয়াউল উলুম'** কিতাবে সায়্যিদ আবু আলী রোজবারী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ এর বরাত দিয়ে লিখেছেন: কোন নেককার বান্দা একদা এক জিকিরের মাহফিলের ব্যবস্থা করলেন। তিনি মাহফিলে এক হাজারটি বাতি জ্বালালেন। বাহ্যিকদৃষ্টি সম্পন্ন এক লোক সেখানে গিয়ে পৌঁছল। আর এ অবস্থা দেখে সেখান থেকে ফিরে চলে আসতে চাইল। মাহফিলের ব্যবস্থাপক (যিনি ছিলেন **আল্লাহ**র একনিষ্ঠ বান্দাদের একজন) তার হাত ধরে ফেললেন এবং তাকে ভিতরে নিয়ে গিয়ে বললেন: যে বাতিগুলো আমি **আল্লাহ তাআলা** ছাড়া অন্য করো সন্তুষ্টির জন্য জ্বালিয়েছি আপনি সেগুলো নিভিয়ে দিন। লোকটি চেষ্টার পর চেষ্টা করেই চলল, কিন্তু একটি বাতিও নিভাতে পারল না। [ইহ্ইয়াউল উলুম, ২য় খন্ড, ২৬ পৃষ্ঠা]

লেহরাও সবুজ পরচম আয় আকা কে আশেকো!
ঘর ঘর করো চেরাগাঁ কেহ্ ছরকার আ গয়ে।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

চুরি করে বিদ্যুতের লাইন নেয়া কেমন?

❖ জশ্নে বিলাদতের মজলিশে, নাতের মাহফিলে, বিয়ে-শাদীর অনুষ্ঠানে, দোকানে, কারখানা ইত্যাদিতে যে কোন স্থানে কেবল আইনগত বিধান মেনে চলে বিদ্যুৎ ব্যবহার করবেন। বিভিন্ন উপায়ে বিদ্যুৎ চুরি করা হারাম ও জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মত কাজ। অতীতে যারা এমন কাজ করেছে তারা তাওবাও করে নেবেন আর যতটুকু বিদ্যুৎ চুরি করেছেন তার হিসাব করে সংশ্লিষ্ট অফিসে গিয়ে বিলটিও পরিশোধ করে দিবেন।

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" (মাতালিউল মুসাররাত)

বিভিন্ন বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম সম্পর্কে ১৪টি মাদানী ফুল

কম্পিউটার, টেপ রেকর্ডার, মোবাইল চার্জার ইত্যাদি

❖ কম্পিউটার, মনিটর **(MONITOR)**, কপিয়ার, প্রিন্টার, টেপ রেকর্ডার, মোবাইল চার্জার ইত্যাদি ব্যবহৃত না হয়ে থাকলে বন্ধ অবস্থায় রাখুন। স্ট্যান্ডবাই **(Standby)** চালু রাখা অবস্থায়ও এগুলো বিদ্যুৎ খরচ করে। বিদ্যুৎ বাঁচানোর উত্তম পন্থা হল বৈদ্যুতিক সরঞ্জামগুলো যখন ব্যবহারে থাকবে না, "পাওয়ার সক্যেট" থেকে সংযোগটি বিচ্ছিন্ন করে দিবেন। এতে করে বিন্দুর মত হয়ে যে ছোট বাল্বটি জ্বলতে থাকে সেটিও বন্ধ হয়ে যাবে। এ রূপ করাতে বিদ্যুৎ তো বাঁচবেই, সাথে আপনার বৈদ্যুতিক সরঞ্জামও সুরক্ষিত থাকবে।

❖ মনিটরের জায়গায় **LCD** বা **LED** ব্যবহার করলে বিদ্যুৎ কম খরচ হয়।

মাদানী চ্যানেলটি তখনই চালু করবেন, যখন কোন দর্শক থাকবে

❖ গুনাহে ভরা না-জায়েয চ্যানেলগুলো দেখার মনোভাব পরিহার করত: সত্যিকারের তাওবা করে নিন। আর কেবল ১০০% শরীয়াত সম্মত মাদানী চ্যানেল দেখার অভ্যাস গড়ে তুলুন। এমনটি যেন কখনো না হয় যে, মাদানী চ্যানেল চালু করে দিয়ে আপনি কথাবার্তা ইত্যাদিতে বিভোর হয়ে যাবেন অথবা ঘরে এখানে ওখানে ঘোরাফেরা করতে থাকবেন। চ্যানেলটির মাধ্যমে এক জন লোকও যদি উপকার না নিয়ে থাকে, তাহলে বিদ্যুৎ অযথা ব্যয় হতে থাকবে। ইচ্ছাকৃত ভাবে এভাবে করতে থাকলে অবস্থা ভেদে আপনি সম্পদ নষ্ট করার গুনাহে গ্রেফতার হয়ে যাবেন এবং জাহান্নামের আজাবেরও যোগ্য হতে পারেন।

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (তারগীব তারহীব)

❖ আপনার রুমের, রান্নাঘরের **(Kitchen)** কিংবা টয়লেটের এগ্‌জাষ্ট ফ্যানটি **(EXHAUST FAN)** প্রয়োজন শেষ হওয়ার সাথে সাথেই বন্ধ করে দিবেন।

❖ পানির অপচয় করবেন না। মোটর বেশি চললে বিদ্যুৎও বেশি খরচ হবে।

❖ বসার বা ঘুমাবার বেলায় এমন ব্যবস্থা নিবেন, যাতে কম সংখ্যক পাখাতে বেশি পরিমাণে মানুষ উপকৃত হয়।

একটি পাখায় অনেক লোক উপকৃত হতে পারে

❖ স্কুল, কলেজ, মাদরাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষার্থী সহ **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুন্নাতের তারবিয়্যতের মাদানী কাফেলার মুসাফিররা মসজিদে বিদ্যুতের ব্যবহারে খুবই সাবধান থাকবেন। কেননা, চাঁদার বিষয়টি অত্যন্ত স্পর্শকাতর। ব্যবস্থাপক ও আমীরে কাফেলা সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দিবেন। এমন যেন না হয় যে, একটি পাখার নিচে কেবল একজন ইসলামী ভাই শুয়ে আছেন। যে কোন ঘরেই যেক্ষেত্রে একটি পাখার নিচে অনেক লোক শুতে পারে, সেক্ষেত্রে মসজিদ ও মাদরাসায় তা হতে পারে না কেন?

❖ ইলেক্ট্রিক ওভেন **(Oven)** ৬০০-১৫০০ ভোল্টের হয়ে থাকে। এটি ব্যবহারে খুব বিদ্যুৎ খরচ হয়। বিশেষ কোন প্রয়োজন না থাকলে এটির ব্যবহার করবেন না।

U.P.S. অধিক পরিমাণে বিদ্যুৎ খরচ করে

❖ ইউ পি এস **(U.P.S.)** যত পারা যায় কমই ব্যবহার করবেন। কেননা, এটির "ব্যাটারি" রিচার্জ **(Recharge)** করার জন্য ৩০০ থেকে ৪০০ ভোল্ট বিদ্যুৎ খরচ হয়। তাই দিনের বেলায় ইউ পি এস **(U.P.S.)** বন্ধ রেখে যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যুৎ বাঁচানো সম্ভব।

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন:“ আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়া'লা)

❖ শীতকালে ব্যবহারযোগ্য বৈদ্যুতিক হিটার **(Heater)** সাধারণত ১৮০০ ভোল্টের হয়ে থাকে। এটিতে প্রচুর বিদ্যুৎ খরচ হয়। যত পারা যায় কমই ব্যবহার করবেন।

ইস্ত্রী মারাত্মক ভাবে বিদ্যুৎ খরচ করে

❖ ইস্ত্রী সাধারণত: ৮০০ থেকে ১২০০ ভোল্টের (অর্থাৎ ১০ থেকে ১৫টি সিলিং ফ্যানের সমপরিমাণ) হয়ে থাকে। এটি অত্যন্ত মারাত্মকভাবে বিদ্যুৎ খরচ করে এবং বিল **(BLL)** বেশি বাড়ায়। বেশী প্রয়োজন না হলে, ইস্ত্রী কখনো ব্যবহার করবেন না। প্রয়োজনে ইস্ত্রী না দিয়েই কাপড় গায়ে দিবেন। এতে করে আপনার মূল্যবান সময়ও বাঁচবে, পকেটের টাকাও বাঁচবে।

❖ লিফট **(Lift)** উল্লেখযোগ্য হারে বিদ্যুৎ খরচ করে। এটি খুব কমই ব্যবহার করবেন। সিঁড়িতে পায়ে হেটে আসা-যাওয়া করা এক ধরণের ব্যয়াম। স্বাস্থ্যের পক্ষেও উপকারী।

❖ ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় বিদ্যুতের সুইচগুলো **(SWITCH)** অফ্ করে দিন। একটি বাতি কিংবা একটি পাখাও যেন না চলে থাকে।

❖ কারো কারো অভ্যাস যে, বাইরে যাওয়ার সময়ও অহেতুক ঘরের বাতি অন্ রাখে। বিনা প্রয়োজনে এমনটি করবেন না। যদি এই কারণে জ্বালিয়ে রাখে যে, ঘরে ফিরে এলে অন্ধকারে না হাতড়াতে হয় কিংবা চোর ডাকাত ইত্যাদি থেকে সুরক্ষিত থাকে, তাহলে বাধা নেই।

ফ্রিজ ও ডিপ ফ্রিজার সম্পর্কে ১৩টি মাদানী ফুল

❖ ১৮ ঘনফুটের ফ্রিজ ও ডিপ ফ্রিজার সাধারণত গড়ে ৫০০ ভোল্টের হয়ে থাকে। এটি আপনার ঘরে শতকরা ২৫ ভাগ বিদ্যুৎ খরচ করে।

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, **আল্লাহ** তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

❖ কখনো কখনো নিজের প্রয়োজনের চেয়েও বড় ফ্রিজ ক্রয় করা হয়ে থাকে। **মনে রাখবেন!** খালি ফ্রিজ বিদ্যুৎ বেশি খরচ করে। ফ্রিজে রাখার মত কিছু না থাকলে অন্তত পানি হলেও ভরে রাখবেন। পানি ঠান্ডা হলে সাওয়াবের নিয়্যতে মুসলমানদের পান করতে দিবেন।

❖ ফ্রিজে থার্মোস্টেট **(Thermostat)** নামের একটি পার্ট রয়েছে। যা দিয়ে ফ্রিজের কুলিং **(Cooling)** বা শৈথিল্যকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। অধিক অতিরিক্ত বিদ্যুৎ খরচ হয়। অতএব ফ্রিজের কুলিং-কে মৌসুমের সাথে মিল রেখে এবং একান্ত প্রয়োজন মত করে রাখবেন।

❖ ফ্রিজ ও ডিপ ফ্রিজার কখনো দেওয়ালের সাথে ঘেঁষে রাখবেন না। পিছনের দিকে বাতাস বের হতে পারে মত জায়গায় রাখবেন।

❖ রোদ পড়ে এমন স্থানে ফ্রিজ রাখবেন না। বরং ঘরের সবচেয়ে ঠান্ডা স্থানেই ফ্রিজ বসাবেন।

❖ বার বার ফ্রিজের দরজা খোলা-বাঁধা করার কারণে এটির শিথিলতায় ঘাটতি আসে এবং বিদ্যুৎও বেশি পরিমাণে খরচ হয়।

❖ ফ্রিজের দরজা বেশিক্ষণ পর্যন্ত খোলা রাখার কারণেও বিদ্যুৎ বেশি খরচ হয়। অতএব, কী কী বের করতে হবে তা আগে ভেবে নেয়ার পরই ফ্রিজ খুলবেন, আর জিনিস বের করে নেওয়ার পর তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে দিবেন।

❖ বার বার ফ্রিজ খুলবেন না। এর জন্য ওয়াটার কুলার ব্যবহার করুন।

❖ ফ্রিজে গরম গরম জিনিস ইত্যাদি রাখার কারণে এর ভেতরকার তাপ বৃদ্ধি পেয়ে যায়। ফলে বিদ্যুৎ বেশি খরচ হয়।

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।" (তাবারানী)

❖ রেফ্রিজারেটররের পিছনের দিকে নাজুক ধরনের একটি জাল বানানো থাকে। সেটিতে ধূলা-বালি পড়তে থাকে। এ কারণে ফ্রিজের নিজস্ব কাজ বাধাগ্রস্থ হয়। সপ্তাহ পনের দিন পর পর পাওয়ার সার্কিট থেকে বিচ্ছিন্ন করে এটাকে পরিষ্কার করে নেওয়া উত্তম।

❖ যেসব ফ্রিজ ও রেফ্রিজারেটর স্বয়ংক্রিয় ভাবে বরফ গলাতে পারে, যেগুলোকে 'নো ফ্রস্ট' **(No frost)** বলা হয়ে থাকে, সেসব ফ্রিজ তুলনামূলক বিদ্যুৎ বেশি খরচ করে।

বাড়তি বরফ ফ্রিজ থেকে বের করে নেওয়ার উপায়

❖ আপনার ফ্রিজে কখনো এক ইঞ্চির ৪ ভাগের ১ ভাগ পরিমাণের বেশি বরফ জমতে দিবেন না। বরফ বের করে নেবার জন্য কিছুক্ষণ ফ্রিজটি বন্ধ করে রাখুন এবং দরজা খুলে দিন। হাতে বরফগুলো পরিস্কার করে নিন। প্রয়োজনে প্লাস্টিকের চামচ ব্যবহার করুন। কখনো লোহার চামচ বা চাকু ইত্যাদি ব্যবহার করে ফ্রিজ নষ্ট করবেন না।

❖ আপনাকে যদি কিছু দিনের জন্য বাইরে কোথাও যেতে হয়, তাহলে ফ্রিজ খালি করে বন্ধ করে দিবেন। ফ্রিজে যদি প্রয়োজনীয় কিছু থাকে, তাহলে কুলিং **(Cooling)** দ্বারা কাজ সেরে নিন।

ওয়াশিং মেশিন সম্পর্কে ৩টি মাদানী ফুল

❖ আপনার ঘরে ব্যবহৃত বিদ্যুতের প্রায় শতকরা ২০ ভাগ বিদ্যুৎ ওয়াশিং মেশিনে **(Washing Machine)** খরচ হয়।

❖ ওয়াশিং মেশিনে কাপড় কাঁচার সময় বিদ্যুতের পাশাপাশি কয়েক লিটার পানিও দিতে হয়। কাপড় বেশি পরিমাণে ধৌত করতে হলেই ওয়াশিং মেশিন ব্যবহার করবেন। দুই একটি কাপড় হাতেই কেঁচে নিবেন।

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরূদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

❖ কিছু কিছু ঘরে ওয়াশিং মেশিনের সাথে কাপড় শুকানোর ড্রাইয়ার **(Dryer)** ব্যবহৃত হয়। এতে করে বিদ্যুতের খরচ বেড়ে যায়। যদি কাপড় শুকানোর মত খোলামেলা বা রোদময় জায়গা পাওয়া যায়, তা হলে ড্রাইয়ার ছাড়াই কাপড় শুকিয়ে নিবেন।

এয়ার কন্ডিশন সম্পর্কে ৮টি মাদানী ফুল

সুস্বাদু ফালুদা

আমীরুল মুমিনীন হযরত মাওলায়ে কায়েনাত শেরে খোদা আলী মুরতাজা كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم এর খেদমতে এক বার সুস্বাদু ফালুদা পেশ করা হল। তিনি বললেন: এই ফালুদার রং, গন্ধ ও স্বাদ কতই উন্নত! আমি পছন্দ করি না যে, আমার যে নফস এমন জিনিসে অভ্যস্থ নয়, তাকে দিয়ে এই রং, গন্ধ ও স্বাদের বস্তুটিতে অভ্যস্থ করিয়ে নিই।

[হিল্ইয়াতুল আউলিয়া, ১ম খন্ড, ১২৩ পৃষ্ঠা]

তাঁর উপর **আল্লাহ তাআলা**র রহমত বর্ষিত হোক। তাঁর সদকায় আমাদেরও বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

A.C. ব্যবহার বাদ দিন, বিদ্যুৎ বাঁচান

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমীরুল মুমিনীন হযরত মাওলায়ে কায়েনাত শেরে খাদা আলী মুরতজা كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم এর নফস নিয়ন্ত্রণের প্রতি মোবারকবাদ! আমরাও যদি প্রচন্ড গরমের সময় আমাদের নফসের তাড়নায় আইস ক্রীম, ফালুদা, ঠান্ডা পানীয় খাওয়ার সময় আমীরুল মুমিনীন মাওলায়ে কায়েনাত كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم এর এই ঈমান তাজাকারী কথাটি কখনো কখনো স্মরণে আনতে পারতাম! **মনে রাখবেন!** নফসকে বিভিন্ন ধরনের উপভোগযোগ্য দ্রব্য সামগ্রীর যতই অভ্যস্থ করে তোলা হয়, সে ততই আয়েশী ও উদাসীন হয়ে ওঠে।

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দরূদ শরীফ পড়ে, **আল্লাহ** তাআলা তার উপর একশটি রহমত নাযিল করেন।" (তাবারানী)

দেখুন! যে যুগে পাখা আবিষ্কার হয় নি, সে যুগেও মানুষ জীবন কাটিয়েছেন। বর্তমানে কত শত মানুষের যে এয়ার কন্ডিশনের রুমে থাকবার অভ্যাস সৃষ্টি হয়ে গেছে তারও হিসাব নেই। গরমের দিনে এয়ার কন্ডিশন ছাড়া তাদের ঘুমই হয় না। তারা শরীরের জয়েন্টের (জোড়ার) ব্যথায় ভুগতে থাকে। হায়! এই দুনিয়াতে নেয়ামত যতই উন্নত হবে, কিয়ামতের দিন সেটির হিসাবও বেশি হবে। তাই ঋতু পরিবর্তনের শীত ও গরম ভাবকে কখনো কখনো নিজের শরীরের সহনশীলতার সাথে মানিয়ে নেওয়ার অভ্যাসও গড়ে তুলবেন। অবশ্য যারা এসি ব্যবহার করে থাকেন, তারা গুনাহগার নয়। এসির ব্যবহার যেহেতু জায়েয, তাই সেটিরও কিছু মাদানী ফুল কবুল করুন।

❖ দেড় (১.৫) টন একটি এ.সি **(Air conditioner)** ২৪টি পাখা থেকেও বেশি বিদ্যুৎ খরচ করে।

❖ এসি সব সময় ছায়াযুক্ত স্থানে রাখবেন। রোদময় জায়গায় রাখলে বিদ্যুৎ খরচ বেশি হয়।

❖ পাখায় কাজ সারলে অহেতুক এসি চালু করবেন না।

❖ আপনার এসির থার্মোস্টেটটি **(Thermostat)** ১৬ ডিগ্রীর স্থলে ২৬ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডে সেট **(Set)** করুন। এতে করে আপনার মাসিক বিলও প্রায় শতকরা ৩০ ভাগ কমে আসতে পারে।

❖ এসি চালু করার সময় শুরুতেই কুলিং **(Cooling)** কমিয়ে রাখবেন না। এতে করে সেটি ঠান্ডা হতে সময় লাগবে এবং বিদ্যুৎও বেশি খরচ হবে।

❖ রুমের দরজা বার বার খোলা বাঁধা করলেও এসির উপর চাপ পড়ে এবং বিদ্যুৎও বেশি খরচ হয়।

❖ এসির পাশাপাশি সিলিং ফ্যান ব্যবহার করাও উপকারী।

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

❖ প্রত্যেক মাসে এটির ফিল্টার **(Filter)** পরিষ্কার করা উত্তম।

ঘরোয়া বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের গড় ক্ষমতা (ওয়াটে)

বাবুর্চি খানার বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি

লোড টাইপ	এভারেজ ভোল্ট
টোস্টার	৮০০-১৫০০
গ্রেন্ডার/মিকচার	৩০০
কপি/টি মেকার	৮০০-১০০০
মাইক্রো ওয়েভ ওভেন	৬০০-১৫০০

ঘরোয়া বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি

ওয়াশিং মেশিন	৪০০-৭০০
ইস্ত্রী	৮০০-১২০০

২১" ইঞ্চি টিভি

সি আর টি	৭০-৮০
এল সি ডি	২০-২৫

২৫" ইঞ্চি টিভি

সি আর টি	৯০-১০০
এল সি ডি	২৬-২৮

ডিপ ফ্রিজ (১৮ ঘনফুট)	৫০০
রেফ্রিজারেটর (১৮ ঘনফুট)	৫০০

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

ফ্যাকশ্চারর্স এন্ড ফিটিংস

লোড টাইপ	এভারেজ ভোল্ট
উজ্জ্বল বাল্ব	৪০-২০০
এনার্জি বাল্ব	৭-৮০

পাখা

সিলিং ফ্যান	৮০
ব্র্যাকেট ফ্যান	৫৫
পেডস্টল ফ্যান	১৫৫

এসি (১.৫ টন)	২০০০
এসি (১ টন)	১৫০০
এসিটর	১৮০০

উপরের সংখ্যাগুলো সাধারণত মাঝামাঝি ব্যয় হিসাবে দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া বিভিন্ন ব্র্যান্ডের মালের ক্ষেত্রে ভিন্নও হতে পারে।

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" (জামে সগীর)

গ্যাস বাঁচানোর ৩টি মাদানী ফুল

❖ ঠান্ডা থেকে বাঁচার জন্য হিটার ব্যবহার না করে শীতকালীন পোষাক ব্যবহার করবেন।

❖ সম্ভব হলে ইন্সটেন্ট ওয়াটার গ্যাস ব্যবহার করবেন। এতে কেবল ব্যবহার কররা সময় গ্যাস খরচ হয়।

❖ গ্যাসারে কনিক্যাল বেফল ঢালুন, আর শতকরা ২৫ ভাগ গ্যাস বাঁচান। কনিক্যাল বেফল বিহীন গ্যাসার বেশি গ্যাস ব্যবহার করে। এবং গ্যাসের বিল বাড়ায়।

শীতকালে গ্যাসের বিল বৃদ্ধি পায় কেন[৯]?

[৯] এটার বিস্তারিত তথ্য ছুয়ী নার্দান গ্যাস পাইপ লাইঞ্জ লিমিটেড, মারকাযুল আউলিয়া লাহোর ২০১২ সালের এপ্রিল মাসের একটি বিল থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।” (কানযুল উম্মাল)

সুচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
রিসালাটি সম্পর্কে কিছু কথা.....	২	এক হাজার বাতি	১৮
দরূদ শরীফের ফযীলত	৩	চুরি করে বিদ্যুতের লাইন নেয়া কেমন?	১৮
আল্লাহর অলীর আমন্ত্রণের কাহিনী	৪	বিভিন্ন বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম সম্পর্কে ১৪টি মাদানী ফুল	১৯
প্রত্যেক নেয়ামতের হিসাব নেওয়া হবে	৫		
বিদ্যুৎও একটি নেয়ামত	৬	মাদানী চ্যানেলটি তাখনই চালুকরবেন, যখন কোন দর্শক থাকবে	১৯
অযথা বিদ্যুৎ খরচ করবেন না	৬		
অপব্যয়কারীদের আল্লাহ পছন্দ করেন না	৭	একটি পাখায় অনেক লোক উপকৃত হতে পারে	২০
অপব্যয়ের বিশ্লেষণ	৮	U.P.S.অধিক পরিমাণে বিদ্যুৎ খরচ করে	২০
অপব্যয় কাকে বলে?	৮	ইস্ত্রী মারাত্মক ভাবে বিদ্যুৎ খরচ করে	২১
বিদ্যুৎ ব্যবহার কালে অবস্থা ও পরিবেশ অনুযায়ী ভাল ভাল নিয়্যত করে নিবেন	৯	ফ্রিজ ও ডিপ ফ্রিজার সম্পর্কে ১৩টি মাদানী ফুল	২১
মুসলমানদের উপকার সাধন করার ফযীলত	১০	বাড়তি বরফ ফ্রিজ থেকে বের করে নেওয়ার উপায়	২৩
(২) আনন্দের ফেরেশতা	১১		
বিদ্যুৎ ব্যবহারের ৮০টি মাদানী ফুল	১১	ওয়াশিং মেশিন সম্পর্কে ৩টি মাদানী ফুল	২৩
আলোর সরঞ্জাম এর ২৮টি মাদানী ফুল	১২	এয়ার কন্ডিশন সম্পর্কে ৮টি মাদানী ফুল	২৪
বিদ্যুৎ কম খরচে এনার্জি সেভার বাল্ব	১২	A.C. ব্যবহার বাদ দিন, বিদ্যুৎ বাঁচান	২৪
ঘর সারা রাত অন্ধকার রাখা	১৪	ঘরোয়া বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের গড় ক্ষমতা (ওয়েট)	২৬
মসজিদে বাতি ও পাখা ব্যবহারের গুরুত্বপূর্ণ আস্‌আলা	১৫	বাবুর্চি খানার বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি	২৬
মুসল্লি না থাকা অবস্থায় মসজিদে অযথা বাতি জ্বালানেরা নিষেধাজ্ঞা সম্বলিত ফতোয়া	১৬	ঘরোয়া বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি	২৬
		ফ্যাকশচার্স এন্ড ফিটিংস	২৭
জশ্নে বিলাদতের সময় বাতি জ্বালানো	১৭	গ্যাস বাঁচানোর ৩টি মাদানী ফুল	২৮

তথ্যসূত্র

কিতাব	প্রকাশনা	কিতাব	প্রকাশনা
কুরআন শরীফ	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা, করাচী	ফাতোওয়ায়ে রযবীয়া	রেযা ফাউনডেশন, মারকাজুল আউলিয়া, লাহোর
নূরুল ইরফান	পির ভাই কোং, মারকাযুল আউলিয়া লাহোর	ইহ্ইয়াউল উলুম	দারুচ্ছাদির, বৈরুত
মু'জামুল আওসাত	দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত	তাজকিরাতুল আউলিয়া	ইনতিশারাতে গাঞ্জীনা, তেহরান
হিলইয়াতুল আউলিয়া	দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত	মিনহাজুল আবেদিন	দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত
আত্তারগিব ওয়াত্তারহিব	দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত	মলফুযাতে আ'লা হযরত	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা, করাচী

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

এই রিসালাটি শায়খে তরিকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল **মুহাম্মদ ইল্‌ইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী** دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه উর্দূ ভাষায় লিখেছেন। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অনুবাদ মজলিশ এই বইটিকে বাংলাতে অনুবাদ করেছে। যদি অনুবাদ, কম্পোজ বা প্রিন্টিং এ কোন প্রকারের ভুলত্রুটি আপনার দৃষ্টিগোচর হয়, তাহলে অনুগ্রহ করে মজলিশকে লিখিতভাবে জানিয়ে প্রচুর সাওয়াব হাসিল করুন।

(মৌখিকভাবে বলার চেয়ে লিখিতভাবে জানালে বেশি উপকার হয়।)

এই ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন

দা'ওয়াতে ইসলামী (অনুবাদ মজলিশ)

মাকতাবাতুল মদীনা এর বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকা।
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী।
কে.এম.ভবন, দ্বিতীয় তলা ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

e-mail :
bdtarajim@gmail.com, mktb@dawateislami.net
web : www.dawateislami.net

এই রিসালাটি পড়ে অন্যকে দিয়ে দিন

বিয়ে শাদীর অনুষ্ঠান, ইজতিমা সমূহ, মিলাদ মাহফিল, ওরস শরীফ এবং জুলুসে মীলাদ ইত্যাদিতে **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত রিসালাসমূহ বন্টন করে সওয়াব অর্জন করুন, গ্রাহককে সওয়াবের নিয়্যতে উপহার স্বরূপ দেওয়ার জন্য নিজের দোকানে রিসালা রাখার অভ্যাস গড়ে তুলুন। হকার বা বাচ্ছাদের দিয়ে নিজের এলাকার প্রতিটি ঘরে ঘরে প্রতি মাসে কমপক্ষে একটি করে **সুন্নতে ভরা** রিসালা পৌঁছিয়ে **নেকীর দাওয়াত** প্রসার করুন এবং প্রচুর সওয়াব অর্জন করুন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সুন্নাতের বাহার

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عزوجل কুরআন ও সুন্নাত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুবাসিত মাদানী পরিবেশে অসংখ্য সুন্নাত শিক্ষা অর্জন ও শিক্ষা প্রদান করা হয়। প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকায় ইশার নামাজের পর সুন্নাতে ভরা **ইজতিমায়** সারারাত অতিবাহিত করার মাদানী অনুরোধ রইল। আশিকানে রসুলদের সাথে **মাদানী কাফেলা** সমূহে সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য সফর এবং প্রতিদিন **ফিক্‌রে মদীনা** করার মাধ্যমে **মাদানী ইন্‌আমাতের** রিসালা পূরণ করে প্রত্যেক মাদনী মাসের প্রথম দশ দিনের মধ্যে নিজ এলাকার জিম্মাদারের নিকট জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন। اِنْ شَآءَ اللّٰه عزوجل এর বরকতে ঈমানের হিফাযত, গুনাহের প্রতি ঘৃণা, সুন্নাতের অনুসরণের মন-মানসিকতা সৃষ্টি হবে। প্রত্যেক ইসলামী ভাই নিজের মধ্যে এই মাদানী যেহেন তৈরী করুন যে, *"আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।"* اِنْ شَآءَ اللّٰه عزوجل নিজের সংশোধনের জন্য **মাদানী ইন্‌আমাতের** উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য **মাদানী কাফেলায়** সফর করতে হবে। اِنْ شَآءَ اللّٰه عزوجل

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকা। মোবাইল- ০১৯২০০৭৮৫১৭

কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল- ০১৮১৩৬৭১৫৭২, ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল- ০১৭১২৬৭১৪৪৬

E-mail : bdtarajim@gmail.com, mktb.bd@dawateislami.net

Web : www.dawateislami.net

مكتبة المدينة (دعوت اسلامی)